আল্লাহর পথের পথিক

কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ

কিতাল অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ- আল্লাহর পথে।

ইসলামে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এর বিধান:

ইসলামে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ ফরজ বিধান। আল্লাহ প্রদত্ত খলিফার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা ব্যতীত কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ সর্ব অবস্থায় ফরজে আইন থাকে- সবশ্রেণীর মুসলিমদের উপরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ তথা কিতাল করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"

এখানে ফেতনা অর্থ কুফর ও শিরক আর দ্বীন অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সশস্ত্র যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতক্ষণ আল্লাহর জমিন থেকে শিরক ও কুফর চিরতরে উৎখাত না হয়। (তাফসীরে তাবারী/ইবনে কাসির)

অতএব, যখন খিলাফত থাকে তখন সশস্ত্র যুদ্ধ ফরজে কিফায়া থাকে আর অন্য সকল সময় সশস্ত্র যুদ্ধ ফরজে আইন থাকে। যেমন- বর্তমান বিশ্বের কোথাও খিলাফত নেই; আছে শুধু গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র; স্বৈরাতন্ত্র ইত্যাদি। আর এই সকল তন্ত্রগুলোই হলো কুফুরী তন্ত্র। অতএব যেই রাষ্ট্র আল্লাহর বিধান দিয়ে পরিচালিত না হবে, অন্যান্য তন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হবে, সেটাই কুফরি রাষ্ট্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" (সূরা মায়েদা, আঃ ৪৪)

যারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ করে তারাই একমাত্র পূন্য মুমিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যারা মুমিন তারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফের তারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে তগুতের পথে। সুতরাং (পূন্য মুমিনগণ) তোমরা সশস্ত্র যুদ্ধ করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, আঃ ৭৬)

একমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব। সম্মানিত পাঠক, আল্লাহকে ভালোবাসেন এমন বস্তু বা ব্যক্তির অভাব নেই। কারণ তিনি স্রষ্টা; স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি মুখাপেক্ষী। কাজেই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, মুখে মুখে হোক আর অন্তরে হোক আল্লাহকে ভালোবাসতেই হবে।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসবে না, সে কখনো মুমিন হতে পারবে না, তার জন্য জান্নাত হারাম, আর জাহান্নাম ফরজ। (নাউজুবিল্লাহ) অতএব- মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই ভালবাসেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা হয়ে তার এক শ্রেণীর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। শুধু ভালোবাসেন তা নয় বরং তাদেরকে ভালোবাসেন এই ঘোষণাও মহান আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।" (সূরা সফ, আঃ ৪)

আল্লাহর পথে সশস্ত্র যোদ্ধাদের ফজিলত:

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আমার পথে সশস্ত্র যোদ্ধাদের জন্য আমি নিজেই জামিন। আমি তার জীবনটা নিয়ে নিলে তবে তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেই। আর আমি তাকে (গাজী বানালে তথা যুদ্ধক্ষেত্র হতে) ফিরিয়ে আনলে তবে তাকে সাওয়াব ও গনিমত সহ ফিরিয়ে আনি। (জামে তিরমিজি, হা: ১৬২০; মান সহিহ)

হযরত আবু নাজাঈ আস সুলামী (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যে লোক (রুমি) তথা বুলেট ছুড়লো তার জন্য রয়েছে একটি গোলাম মুক্ত করার অনুরূপ সাওয়াব। (ইবনে মাজাহ, হা: ২৮১২; মান সহীহ)

প্রশ্ন: সকল মুসলিমগণই তো সশস্ত্র যোদ্ধা হতে পারেনা। তাহলে সশস্ত্র যুদ্ধ তাদের উপরেও ফরজে আইন হলে হলে কি করনীয়?

উত্তর: তাদের ব্যাপারে যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানি (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মানুষ আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সশস্ত্র যোদ্ধাদের যুদ্ধে যাওয়ার সকল সাজ-সরঞ্জামের জোগাড় করল, সে যেন নিজেই সশস্ত্র যুদ্ধ করল। আর যে মানুষ কোন সৈনিকের পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর (দেখা-শোনা) করল, সেও যেন সশস্ত্র যুদ্ধ করল। (ইবনে মাজাহ হা: ২৭৫৯; মান সহিহ) শুধুমাত্র সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম রিযিক পাওয়া সম্ভব।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবিকা ওই ব্যক্তির, যে সশস্ত্র জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত রাখে ও উহার পিঠে আহরণ করে। যখনই সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা শুনে অথবা শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদের টের পায় তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সশস্ত্র জিহাদ করে, শাহাদাতের আশা করে এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত জানে। (সহীহ মুসলিম, হা: ১৫০৩)

আল্লাহর পথে সশস্ত্র যোদ্ধাদের স্ত্রীগণের মর্যাদা:

হযরত বুরাইদা (রা:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহর পথে সশস্ত্র যোদ্ধাদের স্ত্রীগণের মর্যাদা, যারা জিহাদে শরীক হয়নি, তাদের মায়ের সম মর্যাদা রাখে। (সহিঃ মুসলিম, হা: ১৫০৮)

অতএব, যেই কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর এত গুরুত্ব ও ফজিলত, অবশ্যই সেই জিহাদেরও কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এর পূর্বশর্ত যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সশস্ত্র জিহাদের পূর্বশর্ত ৭ টিঃ

১। নিয়ত বা সংকল্পঃ

হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লায়সী (রহি:) বলেন, আমি ওমার ইবনে খাত্তাব (রা:) আনহু কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি, কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। (সহিহ বুখারী, হা: ১)

২। আল ইখলাস বা অন্তরে একাগ্রতাঃ

আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদ করতে হলে নিয়তের পর অবশ্যই ইখলাস বা অন্তরে একাগ্রতা থাকতে হবে। অন্তর দোদুল্যমান হলে যেমন- জিহাদ করব কি করবো না, আর কয়দিন পর শুরু করলেই ভাল হতো; এমন হলে জিহাদ করা যাবেনা। করলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই জিহাদ শুরুর আগে আল ইখলাস ঠিক করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে, তারই জন্য ইখলাস করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন। (সূরা বায়্যিনাহ, আঃ ৬)

৩। ইমামঃ

যুদ্ধের জন্য অবশ্যই একজন আল্লাহ প্রদত্ত ইমাম তথা অভিভাবক প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধ শক্তি, অর্থ আর অস্ত্র দ্বারা হয় না। মূল যুদ্ধে বিজয় হয় আল্লাহর নুসরাহ দ্বারা; আর নুসরাহ এর মধ্যে এক অন্যতম হলো- সৈনিক সাজানো। অনেকেই এই বিষয়টা খুবই তুচ্ছভাবে অথচ ওহুদ ইতিহাস সৈনিক সাজানোর কথাই বলে। কোন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে কোথায় দাঁড়াবে, কোন সৈনিক এর কি ভূমিকা হবে এটা কেবল আল্লাহ প্রদত্ত নেতাই সঠিকভাবে সাজাতে পারবে। আর সে জন্যই যুদ্ধের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেতা শর্ত। ইমাম ত্বহাবী রহি: বলেন, ইমামুল মুসলিমীনদের নেতৃত্বে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদের বিধান চালু থাকবে, কোন কিছুই এটিকে বাতিল বা রোহিত করতে পারবে না। (শরহে আকিদাতুত ত্বহাবী, পৃষ্ঠাঃ ৩৮১)

৪। আল মোহাব্বত বা ভালবাবাসাঃ

জিহাদকে অন্তর থেকে ভালবাসতে হবে। তা ব্যতীত জিহাদকে মনে হবে অকল্যাণ মনে হবে। এখন জিহাদ না করে কয়েকদিন পর শুরু করলেই ভালো হতো; আমাদের এখনো শক্তি হয়নি বাতিলের সাথে লড়ার জন্য; বাতিলের অস্ত্র বেশি, অর্থ বেশি, জনশক্তি বেশি ইত্যাদি। আর জিহাদের প্রতি মোহাব্বত ভালোবাসা থাকলে, এই সকল চিন্তা মাথায় আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বল তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছো এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা তাওবা, আ: ২৪)

৫। হিজরত বা কুফরকে ত্যাগ করাঃ

জিহাদের শুরুর পূর্বে অবশ্যই অবশ্যই একটি নিরাপদ স্থান লাগবে, যা দারুল ইসলাম বলে বিবেচিত হবে। যেখানে মুহাজিররা হিজরত করবে কুফর শাসনব্যবস্থা থেকে। তা ব্যতীত জিহাদ করা সঠিক হবে না। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা জিহাদের পূর্বে হিজরতের গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আনফাল, আঃ ৭৪)

৬। যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহঃ

যুদ্ধের কয়েকটি পূর্বশর্তের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহও একটি। যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ না করে জিহাদে যাওয়া আত্মঘাতী।

হযরত উক্বাহ ইবনে আমের জুহানী (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) কে মিম্বারের উপর খুতবা দেওয়ার সময় এ কথা বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন) তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো। (সূরা আনফাল, আঃ ৬০)

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জেনে রাখ ক্ষেপনই হল শক্তি। জেনে রাখ ক্ষেপনই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপনই হল শক্তি। (সহিহ মুসলিম, হা: ৫০৫৫)

৭। আল-ইলম বা জ্ঞান-বিদ্যাঃ

যুদ্ধের বিদ্যা না জেনে যুদ্ধ করতে যাওয়া এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। যেমন ২০১৩ইং সনের ৫ মে শাপলা চত্বরে ঘটেছে। যুদ্ধের বিদ্যা জানা নেই বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছে বা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। অতএব, যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস।

হযরত উক্বাহ ইবনে আমের জুহানি (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখণ্ড জয়লাভ হবে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার অস্ত্র নিয়ে খেলতে তথা প্রশিক্ষণ নিতে অক্ষমতা প্রদর্শন না করে। (সহিহ মুসলিম, হা: ৫০৫৬)

সশস্ত্র জিহাদের কর্মনীতিঃ

১। বায়াত বা জিহাদের জন্য শপথবদ্ধ হওয়াঃ

আল্লাহ যাকে মুসলিমদের আমীর নিযুক্ত করেছেন তিনি যখন আমিরুল জিহাদ হয়ে মুসলিমদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য আহবান করবেন তখন প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই জিহাদের বায়াত নিতে হবে। জিহাদের বায়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে (জিহাদের) বায়াত গ্রহণ করেছিল। (সূরা ফাতাহ, আঃ ১৮)

২। আতিউল ইমাম বা ইমামের আনুগত্যঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা (আনুগত্য করো) তোমাদের আমিরের। (সূরা নিসা, আঃ ৫৯)

সশস্ত্র জিহাদ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে আমীরের আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী। যদি কোন কর্মী আন্তরিকতার সাথে আমীরের আনুগত্য

না করে তবে তার নিকট আমীরের আনুগত্য করাকে জুলুম মনে হবে। ফলে তার অন্তরের কথা বা কষ্টটা চেহারায় ছাপ উঠে যায় আর তা আমিরের নজরে আসে তখন আর সেই কর্মীকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ দেন না; যেহেতু আমীরের আনুগত্য করা একটি ফরজ বিধান। আনুগত্যের মত আনুগত্য করলে অনেক সওয়াব আছে আর আনুগত্যে আন্তরিকতা না থাকলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে কাজেই অবশ্যই তাকে আনুগত্য করতে হবে আন্তরিকতার সহিত।

৩। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতিঃ

আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি থাকতে হবে। তা ব্যতীত কখনোই সেই ব্যক্তির দ্বারা কল্যাণকর কিছু হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ ভীতি (অন্তরে) করেছে তাদের জন্যেই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণী সমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই মহা সফলতা। (সূরা ইউনুস, আঃ ৬৩–৬৪)

৪। দায়িত্ববোধ বা ইমামতঃ

আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই দায়িত্ববোধ অত্যন্ত জরুরি বিষয়। দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি গৃহপালিত জন্তুর ন্যায়। যাদের কাজ শুধু খাওয়া, লাদা (মলত্যাগ করা) আর ঘুম। অথচ আল্লাহ গোটা মানব জাতিকেই দায়িত্বশীল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি তথা দায়িত্বশীল করতে চাচ্ছি। (সূরা বাকারা, আঃ ৩০)

দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তির প্রকারভেদঃ

এই দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি সাধারণত ২ প্রকারের হয়ে থাকে।

ক) দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধহীন খ) দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের ক্ষেত্রেই দায়িত্ববোধহীন।

ক) দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তিঃ

এই শ্রেনীর ব্যক্তিরা দুনিয়া খুব বোঝে; শুধু টাকা, জমি, বুদ্ধি এই সকল চিন্তা-ফিকির তাদের। টাকা-জমি তথা অর্থ–সম্পদ কিভাবে গোছানো লাগে তা তারা বোঝে আর না বুঝলেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় অবিরত; এই ক্ষেত্রে তারা অবুঝ

নেই বা পিছিয়ে নেই। কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে তাদের কোন দায়িত্ব বা দায়িত্ববোধ মাথা–ই আসেনা। কি করতে হবে, বার বার ওয়াজ নসিহা শোনানোর পরেও কোন ফল পাওয়া যায় না।

খ) দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের ক্ষেত্রেই দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তিঃ
এই শ্রেনীর ব্যক্তিরা শুধু যে দ্বীনের ক্ষেত্রে অভিশাপ প্রাপ্ত তা নয় বরং গোটা সমাজেরও অভিশাপ। এই নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা শুধু খায় আর ঘুমায়। মাঝে মধ্যে বড় বড় কথাও বলে বেড়ায়; এরা সংসারের জন্যও কোন কর্ম করে না আবার ইসলামের জন্যও কোন কর্ম করে না। একেবারেই দায়িত্ববোধহীন ব্যক্তি তারা; অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহিহ বুখারি, হাঃ ৬৬৫৩, ই. ফা. বা.)

যুদ্ধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারের প্রকারভেদ

যুদ্ধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ২টি।
১। কর্মীর প্রতি আমিরের অঘাত ভালোবাসা।
২। আমিরের প্রতি কর্মীর দৃঢ় বিশ্বাস ও নিখুত আনুগত্য।

১। কর্মীর প্রতি আমিরের অঘাত ভালোবাসাঃ যে কোন দল / গোষ্ঠী বা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১নং বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। তা ব্যতীত যুদ্ধে বিজয় আনা অসম্ভব এবং পদে পদে থাকবে ক্ষতি।

ক্ষতির দিকগুলো: কর্মীর প্রতি অধিক পরিমাণে ভালোবাসা না থাকলে আমির হুটহাট সিদ্ধান্ত নেবে। কোন কর্মীর জীবনের মায়া আমির সাহেব করবে না। যেমন ৫ই মে ২০১৩ ইং ঢাকা শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলাম করেছে। ২০২১ সালে সাতক্ষীরা শ্যামনগরে নরেন্দ্র মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে মামুনুল হক সাহেব সহ তার দলের নেতারা করেছে। বর্তমানে আনসার আল ইসলাম ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নেতারা করছে। তারা গোপনে নাস্তিক হত্যার আদেশ দেয়, সেই আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শতশত মুমিন যুবক ক্রস ফায়ারের শিকার হয়, শত শত মুমিন গুম হয়, হাজার হাজার মুমিন জেল বন্দি হয়েছে, যাদের পরিবারের স্ত্রী–কন্যা, মা-বোনদের পর্দার এখন বেহাল

অবস্থা। যারা পর্দা ছাড়া কখনো ঘরের বাহিরে হয় নাই, তাদের সেই পর্দাশীল পরিবারে বেহায়া প্রশাসন নির্লজ্জ হয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে, মা-বোন, স্ত্রী-কন্যা আদালত প্রাঙ্গণে উকিলের লেজ ধরে ঘুরে বেড়ায়; থানার গেটে বিশ্রামের স্থান বানায়; কিন্তু তাতে মুসলিমদের ফলাফল জিরো। অথচ উচিত ছিল মুমিনের একটি প্রাণ হত্যার বদলে কুফরের সর্বনিম্ন ১০টি প্রান বধ করা। আর তা গোপনে গোপনে জিহাদ ঘোষণা করে সম্ভব না। সব কিছু জেনেও ঐ সকল স্বার্থলোভী নেতারা গুপ্তহত্যার আদেশ দিয়ে যাচ্ছে, কর্মীদের কুফরের মধ্যে থেকে কুফরকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়ার মতো বড় বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। আর নেতার দ্বারা এই হুটহাট ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কর্মীদের প্রতি ভালোবাসা না থাকার কারণে।

২। <u>**আমিরের প্রতি কর্মীর দৃঢ় বিশ্বাস ও নিখুঁত আনুগত্যঃ**</u> যে কোন দল বা গোষ্ঠীর জিহাদ পরিচালনার জন্য ২ নং বিষয়টাও অতি জরুরী; তা ব্যতীত প্রতি কদমে কদমে কর্মীরা ভুল পদক্ষেপ নেবে। যেমন- ২০০৪ সনে জে, এম, বি এর কর্মীরা করেছে। প্রচলিত আছে যে- জে, এম, বি নামক সশস্ত্র সংগঠনটি ২০০৪ সালে সারা দেশের কোর্ট প্রাঙ্গনে বোমা মেরে তাদের দলীয় অস্তিত্বের জানান দেয়, যা ইসলামের সাথে সম্পূর্ণই সাংঘর্ষিক; ফলে তারা সেই কাজের সুফলের পরিবর্তে কুফলেই পতিত হয়। তাদের প্রধান আমিরসহ অজান্তেই অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, গ্রেফতার ও ক্রস ফায়ারের শিকার হয়। যদি এটা প্রধান আমিরের সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে তবে স্পষ্ট যে তাদের আমিরের কর্মীদের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা ছিল না। কারণ সেই সিদ্ধান্তটি ছিল আত্মঘাতী ভুল সিদ্ধান্ত। তবে যতটুকু তাদের মুখ থেকে শোনা যায় যে- এই সিদ্ধান্তটি প্রধান আমিরের পক্ষ থেকে আসেনি বরং কর্মীদের মাতব্বরিতেই হয়েছে। ফলে প্রধান আমিরের অজান্তেই আমির গ্রেফতার হয়েছে। অতএব, এটা যদি কর্মীর মাতব্বরের কারণে হয় তবে তা আমিরের প্রতি কর্মীর দৃঢ় বিশ্বাস ও নিখুঁত আনুগত্য না থাকার কারণেই হয়েছে। অনুরূপ ২০১১ইং সনে আল্লামা সাঈদী (হাফি:) সাহেবকে চাঁদে দেখা যাওয়ার একটি কল্পনা নিয়ে বগুড়ায় রাতের আন্দোলনে বেশ কিছু অতি আবেগী মুসলমানের মৃত্যুবরণ করা যা পুলিশের গুলিতে হত্যা হওয়া; এটাও একটি আত্মঘাতী ভুল সিদ্ধান্ত যা হয়েছিল কেন্দ্রীয়

আমিরের নির্দেশ ব্যতীত। আর এটা হয় আমিরের প্রতি কর্মীর দৃঢ়বিশ্বাস ও নিখুঁত আনুগত্য না থাকার কারণেই।

প্রশ্ন: তাহলে দুইটি বিষয়ের সমন্বয় কিভাবে হবে?
উত্তর: তাকে বল- একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত নেতা ও তার কর্মীদের মাধ্যমেই সম্ভব।

কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ এর বিশেষ পূর্বশর্ত সমূহের আলোচনা

** ইমাম বা প্রধান নেতাঃ

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত ব্যক্তি উলিল আমর। দেখুন হাদিস দ্বারা উলিল আমর এর ব্যাখ্যাঃ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা ইবনে কায়েস ইবনে আদীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কোন যুদ্ধের আমির হিসেবে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। অর্থ: হে মুমিনগণ তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং যারা তোমাদের উলিল আমর তাদের। (সূরা নিসা, আঃ ৫৯; সুনানে নাসাঈ, হাঃ ৪১৯৪; মান সহীহ)

* উলিল আমর তথা ইমামের আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহ প্রদানঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো, আর যে আমার আনুগত্য করল না সে আল্লাহরও আনুগত্য করলো না। আর যে ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো, আর যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করল না সে আমাকে অমান্য করল। (সুনানে নাসাঈ হাঃ ৪১৯৩, মান সহীহ)

*** ইমামকে অমান্য করার পরিণতিঃ**

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিহাদ দুই প্রকার। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে এবং ইমামের আনুগত্য করে আর উত্তম মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ফিতনা-ফাসাদ পরিহার করে তার নিদ্রা-জাগরণ সবই ইবাদত রূপে গণ্য হয়। (২) আর ওই ব্যক্তি যে লোককে দেখানোর জন্য, প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য জিহাদ করে এবং ইমামের অবাধ্য হয়ে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে; সে কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করিবে না অর্থাৎ তাঁর কোন সাওয়াব হবে না। (সুনানে নাসাঈ, হাঃ ৪১৯৫, মান হাসান)

*** ইমামের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়াই ধর্মঃ**

হযরত তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নামই দ্বীন। লোকগণ জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রসূলের জন্য, মুসলিমদের ইমামের জন্য এবং মুসলিম সাধারণের জন্য। (সুনানে নাসাঈ, হাঃ ৪১৯৭, মান সহীহ)

*** ইমামের আনুগত্য করা অত্যাবশ্যকঃ**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, ইমামের আনুগত্য করা তোমার উপর অত্যাবশ্যক, তোমার সুখে-দুঃখে এবং অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায়, তোমার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিলেও। (সুনানে নাসায়ী, হাঃ ৪১৫৫, মান সহীহ)

নিষ্ঠার সঙ্গে ইমামের আনুগত্য করা এবং কেউ আমিরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে চাইলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবদে রাব্বিল কাবা (রহি:) বলেন আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিকট গেলাম তখন তিনি কাবার ছায়ার উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার চতুর্দিকে লোক সমবেত ছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বলতে শুনলাম, একবার আমরা রাসুল (সাঃ) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা এক মনযিলে অবতরণ করলাম এসময় আমাদের কেউ তাবু খাটাচ্ছিল, কেউ তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় ছিল, কেউ পশু চরণে ছিল, এমন সময় আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে আহ্বানকারী আহ্বান করলো: ছলাতের জন্য একত্রিত হও। আমরা সকলে একত্রিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন- ".......আর যে ইমামের হাতে হাত রেখে বায়াত নিবে, সে যেন নিষ্ঠার সাথে যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। পরে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ইমামের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে যায়, তবে বিরোধকারীর গর্দান উড়িয়ে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন তখন আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম, আপনি কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন- হ্যাঁ।" (সুনানে নাসাঈ, হাঃ ৪১৯১, মান সহীহ্, বড় হাদিসের নিচের অংশ)

* আমিরের অবাধ্য হওয়ার পরিণতিঃ

হযরত ফাযালাহ বিন উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাই করো না (তারা ধ্বংস হবে) :
১। যে ব্যক্তি (আল্লাহ প্রদত্ত) জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ২। যে ব্যক্তি তার ইমামের অবাধ্য হয়, ৩। এবং যে ব্যক্তি নাফরমান হয়ে মারা যায়। (হাদিস সম্ভার, হাঃ ১৮৪৯, মান সহীহ)

* আল্লাহ প্রদত্ত ইমামের সাথে বেয়াদবি করা হারামঃ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার সুলতানকে সম্মান দিবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে সম্মানিত করবেন, আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর সুলতানকে অপমান করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে অপমান করবেন। (হাদিস সম্ভার, হাঃ ১৮৬২; মুসনাদে আহমদ, হা: ২০৪৩৩, মান সহীহ)

* সম্মান ও শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে ইমামের নিকট উপস্থিত হওয়া বৈধঃ

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ৫টির ১টি করবে, সে আল্লাহ তায়ালার জামানত হবে। যথা-

১। যে কোনো রোগীকে সাক্ষাৎ করবে, ২। অথবা জানাযার সাথে বের হবে, ৩। অথবা যোদ্ধা হয়ে বের হয়ে যাবে, ৪। অথবা সম্মান ও শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে ইমামের নিকট উপস্থিত হবে, ৫। অথবা নিজ ঘরে বসে থাকবে, ফলে মানুষ তার থেকে এবং সে মানুষ থেকে নিরাপদ থাকবে। (হাদিস সম্ভার, হাঃ ১৮৬৩; ইবনে খুযাইমা, হা: ১৪৯৫, মান সহীহ্)

** হিজরত বা কুফরের স্থান ত্যাগ করাঃ

হিজরত এর শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ করা, ছিন্ন করা, ছেড়ে দেয়া, শেষ করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, জন্ম স্থান ত্যাগ করা। এক কথায়– যেই রাষ্ট্র, রাজ্য, স্থান বা সমাজ কুফুরি বিধান দিয়ে পরিচালিত, যেখানে ইসলামী বিধানকে পরিত্যাগ করেছে, সেখানে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠায় যারা চেষ্টা করে তাদেরকে রাষ্ট্রের প্রশাসন বাহিনী দিয়ে খুন, গুম, গ্রেফতার করা হয়; সেই রাষ্ট্র, রাজ্য, স্থান বা সমাজকে পরিত্যাগ করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এমন এক স্থানে চলে যাওয়া যেখানে আর্থিক কষ্ট হলেও ইসলামী বিধান পালনের মাধ্যমে বসবাস করা যায়। কিন্তু বিষয়টি যত সহজ ভাবে বলা বা কল্পনা করা যায় ঠিক বাস্তবতা ততটা সহজ না। কল্পনা থেকে বাস্তবতা শত শত গুণ বেশি কষ্টকর, স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হিজরতের সময় বারবার নিজ জন্মস্থান মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়েছেন মোহাব্বতের কারণে আর আমাদের কথা তো রইল অনেক দূরে। তাছাড়াও শয়তান তার কুফরি বিধান দিয়ে পরিচালিত স্থানসমূহ করেছে চাকচিক্য ও সুশোভিত।

আর শয়তান সারা পৃথিবীতেই তার এই আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়, কারণ তার সাথে থাকে দুনিয়ার যাবতীয় আনন্দ-বিনোদন, ভোগ-বিলাসিতা, হালাল-হারামের কোন বাধা-বাধ্যকতা শয়তান রাখেনা। আর সেজন্য তার অনুসারীও বেশি হয়। তাঁর অনুসারীরাই হয় দুনিয়ার ধোকায় পড়া বিলাসী। আর এজন্যই হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, এই দুনিয়া সঠিকভাবে ইসলাম পালনকারী মুমিনদের জন্য জেলখানা আর কাফের মুশরিকদের জন্য অবৈধ ভোগ–বিলাসী

জান্নাত। (মুসলিম ২৯৫৬; তিরমিযি ২৩২৪; ইবন মাজাহ ৪১১৩; মুসনাদে আহমদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬)

হ্যাঁ, যদি আবার এমন হতো যে মুমিনগণ হিজরত করার পর কুফরি শক্তি তাদের উপর আর কোন বাধা সৃষ্টি করবে না আক্রমণ করবে না। তবে হিজরত কোন কষ্টের বিষয় ছিল না। খাঁটি মুমিন, অন্তরে ব্যাধি সম্পন্ন মুনাফিক, সকলেই হিজরত করতে পারত। কিন্তু মুমিন ব্যক্তিদের হিজরতই যে কুফরি শক্তিকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করার জন্য, কুফরি সকল তন্ত্র-মন্ত্রকে পৃথিবীর বুক থেকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহর জমিন আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করার জন্য। তবে যদি হিজরতের পর মুমিনদের প্রতি কুফরি শক্তি আর আক্রমণ না করে মুসলিমদের ভূমি বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান না করে তখন মুমিনরাও সেই আক্রমণ প্রতিহত করায় কোন আগ্রহ রাখবে না।

যেহেতু হিজরত জিহাদের পূর্ব শর্ত সেহেতু আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জিহাদের পূর্বে হিজরত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন। কে মুনাফিক, কে অজুহাতি বিশ্বাসী, আর কে মুমিন? আর খাঁটি মুমিন বাছাই হবে জিহাদের ময়দানে।

* হিজরতের পূর্বশর্ত ৩ টিঃ

১। নিয়ত বা সংকল্প। (সহিহ বুখারী, হা: ১)
হিজরত করতে চাইলে অবশ্যই নিয়ত থাকতে হবে। হিজরত তা ব্যতীত করা সম্ভব না।

২। আল ইখলাস। (সুরা বাইয়েনাহ, আয়াত: ৬)
দোদুল্যমান নিয়ত হলে হিজরত হবে না। দৃঢ় নিয়ত করতে হবে এবং তার সাথে একনিষ্ঠ থাকতে হবে। হিজরতের ডাক এসেছে, আমরা হিজরত করবোই ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ার কোন মোহ আমাদেরকে পিছু হটাতে পারবে না ইনশা আল্লাহ তাআলা।

৩। ইয়াক্বিন বা দৃঢ় বিশ্বাস। (সূরা আনফাল, আঃ ৭৪)
হিজরত করলে মহান আল্লাহ তায়ালাই আমাদের উত্তম আবাস ও উত্তম রিযিক দান করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকেই বলে থাকেন আমাদের ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই ঠিকঠাক আছে তাহলে আমরা হিজরত করবো কেন? এখনো তো মুশরিকরা আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়নি, আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের বোনকে ধর্ষন করে নি? আপনাদের জানানোর জন্যই বলছি আপনারা এখনো বসে আছেন সেই দৃশ্য দেখার জন্য যে মুশরিকরা কবে আপনাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে? তবে কি কুমিল্লার সেই সত্য ঘটনা ভুলে গেলেন? যেখানে পূজা মন্দিরে কোরআন মাজিদ রেখে দাঙ্গা তৈরি করে অসংখ্য মুসলিমদেরকে গুম, গ্রেফতার, ক্রসফায়ার, লাঠিচার্জ করল আর নাটক তৈরি করল মানসিক রোগী ইকবাল হোসেনকে নিয়ে? একটি বার কি ভেবে দেখেছেন যেখানে মুশরিকদের বড় পূজা মন্দির আছে সেখানে অবশ্যই অবশ্যই সেই পূজা মন্দির এর আশেপাশে অনেক হিন্দু বসতি ছিল, মন্দিরের কমিটি একটি পূজা চলাকালীন সময় প্রায় সবসময় থাকবে, পুলিশ পাহারা থাকাটাও স্বাভাবিক, না থাকলে গ্রাম্য পুলিশ তথা চৌকিদার থাকবেই। আর তাছাড়া তো সেখানে মন্দিরের ঠাকুর থাকবেই, এতগুলো মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে একজন মানসিক রোগী কিভাবে পূজা মন্দিরে প্রবেশ করে এবং সেখান মুসলিমদের সম্মানিত কিতাব আল-কোরআন কে রাখে? মূলত এটা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করার একটা নাটক।
অনুরূপভাবে ১৫ই এপ্রিল ২০২৩ ইং শুক্রবার ইফতারের পর সাতক্ষীরা সদর শিবপুর ইউনিয়ন এক জামে মসজিদের ইমামকে সালাত আদায়ে বাধা দিয়ে এক হিন্দু অসৎ কুমার বলে এখন থেকে তোদের দিন শেষ আর আমাদের দিন শুরু। দেখুন ভিডিও- ফেনী বড় মসজিদে উগ্রপন্থী হিন্দুদের হামলা। (দেখুন Shahaddth sultan official)। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিকী ঠিকানা- ৩রা জানুয়ারি ২০১৪ ইং) এর সংখ্যায় উল্লেখিত হয়েছিল এক ভয়াবহ প্রতিবেদন যার শীর্ষক প্রতিবেদনের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়- "এক নজরে বাংলাদেশের সচিবালয়", “হারিয়ে যাচ্ছে ইসলাম-মোহাম্মদরা, বাড়ছে রায় বাবুদের আধিপত্য"

আর আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণের বিষয়ে বলছেন যে, এখনো তো হিন্দুরা আমাদের ঘরে ঢুকে আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করছে না? তাহলে ভালোভাবে জানার জন্য দেখুন সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন এর একটি ভিডিও হিন্দুদের নতুন মিশন- "ওদের পেটে বাচ্চা দিয়ে ভেগে যাও"। এই ভিডিও গুলো ভালোভাবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে হিন্দুরা আপনাদের ঘরে ঢুকে আপনাদের স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করছে কিনা? তারপরেও যদি আপনি বলেন মুশরিকরা অন্যদের ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করেছে, আপনার নিজের ঘরে ঢুকে স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ করেনি। তবে আপনি অপেক্ষা করুন মুশরিকরা আপনার ঘরে ঢুকে আপনার স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষন করুক। তারপরে আপনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

অতএব, একটি কথা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে কোন বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা মুমিন বা বিশ্বাসীদের জন্য হিজরতের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর হিজরত ফরয হওয়ার জন্য বিদ্বানগণ যেই শর্ত উল্লেখ করেছেন তা হল- "যে সকল দেশ ও অঞ্চলে ঈমান ও দ্বীন রক্ষা করা কঠিন, সে সকল স্থান থেকে অনত্র হিজরত করা ফরজ যেখানে দ্বীন রক্ষা করা সহজ।" (আত তাহরীক মূলপাতা, এপ্রিল ২০১৪ইং, প্রশ্ন-উত্তর)

এখন ভেবে দেখুন, আপনি যেই দেশ বা অঞ্চলে আছেন সেখানে কি আপনি আপনার ঈমান ও দ্বীন রক্ষা করতে পারছেন? চেয়ে দেখুন সারাদেশে সর্বত্র শিরক এর ছড়াছড়ি। আপনার ঈমান আপনি কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? আপনাকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক শিরকের সাথে আপোস করা লাগছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল।" (সূরা নিসা, আঃ ১১৬)

যেখানে আপনার দ্বীনকে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব, সেখানে আজ আপনার চির উন্নত দ্বীন ইসলাম গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের আঘাতে অচল অবস্থায় পড়ে আছে। আপনার বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন- আপনি কি পারছেন আপনার ঈমান ও দ্বীনকে রক্ষা করতে? চির উন্নত করতে? সমাজে দ্বীন ইসলামের

বিধান প্রতিষ্ঠা করতে? অথচ আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন 'আকিমুদ্দিন' অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা শুরা, আ: ১৩) আর কুফর বলছে– আমার অধীনে থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বললেই তোমাকে জঙ্গি-সন্ত্রাস বলে বন্দি করে জেলে দেবো। নিঃসন্দেহে আপনি অসহায় আপনার কিছুই করার নাই। এমতাবস্থায় আপনার আমির যখন আপনাকে হিজরতের আদেশ দেয় তখন আপনি বিভিন্ন অজুহাতে পাশ কাটিয়ে যান।

আপনার আমিরের সিদ্ধান্তের ভুল ধরেন। জেনে রাখুন আপনাদের মত ঐ সকল অজুহাতি মানুষের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- "তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে দুনিয়ায় আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদের আবাসস্থল জাহান্নাম আর তা কত মন্দ স্থান। (সূরা নিসা, আঃ ৯৭)

মৃত্যুর পর আপনার স্থান সম্পর্কে আপনিই ভেবে দেখুন। আপনার যুক্তি, আপনার অজুহাত, আপনার আমিরের সিদ্ধান্তে ভুল ধরা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা পালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ভেবে দেখুন, আপনি কোথায় বসবাস করছেন যেখানের সকল মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। অতঃপর যদি না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে লও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবাহ কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন পাবে, এতে তোমাদের দ্বারা অত্যাচার হবে না, আর তোমরাও অত্যাচারিত হবে না। (সূরা বাকারা, আ: ২৭৮-২৭৯)

আপনার ঈমান রক্ষার জন্য, আপনার দ্বীনকে রক্ষার জন্য আপনার উচিত ছিল সকল প্রকার শয়তানের ওয়াসওয়াসা কে লাথি দিয়ে হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকার। কারণ আপনি যদি আপনার ঈমান রক্ষা করতে না পারেন, আপনার দ্বীন রক্ষা করতে না পারেন, তবে আপনার পরকালীন জীবনে স্থান হবে

জাহান্নাম। তবুও আপনার রব আপনার প্রতি করুণা করে আপনার হিজরত সহজ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে জমিনে অনেক আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা, আঃ ১০০)

অতএব যারা মহান আল্লাহ তাআলার সেই অনুগ্রহকে গ্রহণ না করে হিজরত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিভিন্নভাবে কটুক্তি মূলক কথা বলে, তাদের সাথে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- ফালা তাখিজু মিনহুম আউলিয়া আ' হাত্তা ইউহা-জিরু ফি সাবিলিল্লাহ। অর্থ: অতএব আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে হতে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা নিসা, আঃ ৮৯)

অবশ্য এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, সকলের তাকদীরেই আল্লাহ তাআলা হিজরতের মত এত বড় নিয়ামাত রাখেন না। কারণ হিজরতই হলো জিহাদের প্রথম ধাপ আর জিহাদের মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তাআলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে বাছাই করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তারা তোমার কাছে মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকায় অনুমতি চায় না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। একমাত্র সেসব লোক অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না। আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্থ হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে। আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন। ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো তোমরা বসে থাকা লোকদের সাথে বসে থাকো। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মাঝে ছোটাছুটি করতো তোমাদের মধ্যে

ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে, আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা শোনার মত লোক আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৪৪-৪৭)

ওই হিজরত ও জিহাদ থেকে পলায়নকারীদের আরো একটি অবস্থা হবে, যখন তারা কোনোভাবে সংবাদ পাবে যে, হিজরতকারী মুজাহিদরা বর্তমানে তগুত বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ হিজরতের স্থান তগুত বাহিনী ঘিরে ফেলেছে অথবা ২/১ জন সাথী বুকে গুলি লেগে মারা গেছে অথবা সংবাদ পৌঁছে যে, হিজরতকারী মুজাহিদরা তাদের সীমানা বৃদ্ধি করেছেন মুশরিকদেরকে হত্যা করেছে তখন তারা যা বলেছে বা বলবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'যদি তোমার কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে, তবে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর যদি তোমাকে কোন বিপদ আক্রান্ত করে, তবে তারা বলে, পূর্বে আমরা সর্তকতা অবলম্বন করেছি এবং ফিরে যায় উল্লাসিত অবস্থায়। বল, আমাদেরকে শুধু তাই আক্রান্ত করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনি আমাদের অভিভাবক আর আল্লাহর উপরেই যেন মুমিনরা তাওয়াক্কুল করে। (সূরা তাওবাহ, আঃ ৪৯-৫০)

তারা মুজাহিদদের মৃত্যুর সংবাদ জেনে যা বলেছে এবং বলছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যারা তাদের ভাইদেরকে বলেছিল এবং বসেছিল- "যদি তারা আমাদের অনুকরণ করত, তারা নিহত হত না। বলো, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজ থেকে মৃত্যুকে দূরে সরাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা আল ইমরান, আঃ ১৭২)

রাসূলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যারা মুজাহিদদের জিহাদ ও হিজরতের কথা শুনে পালানোর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে, আবোল-তাবোল বকছে, তাদের পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "সুতরাং, তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কাফেরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে, অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয়, কিংবা তার পক্ষ থেকে এমন কিছু যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে তারা লজ্জিত হবে।" (সূরা মায়েদাহ, আঃ ৬০)